World Rivers Day

বিশ্ব নদী দিবস ২০১৮

৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮

বিশেষ ক্রোড়পত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১৫ আশ্বিন ১৪২৫
৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮

বাণী

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের উদ্যোগে বিশ্ব নদী দিবস পালন এবং দিবসটির সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশে এটিকে জাতীয় নদী রক্ষা দিবস হিসেবে উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও নদীকে চরম হুমকির মোকাবেলা করতে হচ্ছে। বাংলাদেশের নদীগুলো আজ বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন। নদী ও নদীর তীরভূমি, ফোরশোর অবৈধভাবে দখল হয়ে যাচ্ছে। বেশ কিছু নদী ভরাট, নাব্যতাহীনতা এবং দখল, দূষণের কারণে ইতোমধ্যে মৃত ও বিলুপ্তপ্রায়। জীববৈচিত্র্য, নদীর পানি ও পরিবেশ ক্রমান্বয়ে দূষিত ও নষ্ট হয়ে পড়ছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলো নদীকেন্দ্রিক। আমাদের সভ্যতা, সমাজ, অর্থনীতি, জীবনব্যবস্থা প্রাচীনকাল থেকেই নদীভিত্তিক। নদীকে কেন্দ্র করেই আমাদের বৃদ্ধি ও বিকাশ। নদীই আমাদের জাতির প্রাণশক্তি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, বিদ্যমান সভ্যতার ধারক ও বাহক।

বাংলাদেশের অনেক নদী প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট নানাবিদ কারণে বিনষ্ট হচ্ছে। সামাজিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে সব ধরণের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে নৌ পরিবহন ইতিবাচক অবদান রাখে। এছাড়া অর্থনীতি-রাজনীতি, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির উৎস ও মূল চালিকা শক্তিও নদী। আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যেতে নদী সুরক্ষা খুবই জরুরী।

নদীর অবৈধ দখল, দূষণ, পরিবেশ দূষণ, অবৈধ কাঠামো নির্মাণ ও নানাবিধ অনিয়ম রোধকল্পে কমিশনকে কঠোর ভূমিকা রাখতে হবে। নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ পুনরুদ্ধার, নদীর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং নৌ-পরিবহ-নযোগ্য হিসেবে গড়ে তোলাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের শক্তিশালী পদক্ষেপ বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে ফলপ্রসূ অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি বিশ্ব নদী দিবস-২০১৮ সফল হোক-এ কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

শাজাহান খান, এম.পি
মন্ত্রী
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০

বাণী

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক বিশ্ব নদী দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতায় নৌচলাচল তথা নদীর নাব্যতা রক্ষায় ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা নদ-নদী রক্ষা, দখল ও দূষণরোধকল্পে এবং পানির প্রবাহ সচল ও স্বাভাবিক রাখতে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন করে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

নদী বাংলার জনগণের প্রেরণা শক্তি ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চালিকাশক্তির গুরুত্বপূর্ণ উৎস এবং বাংলাদেশের কৃষক, জেলে, নৌজীবীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার কোটি মানুষের জীবিকা নির্বাহের প্রধান মাধ্যম। এ দেশের কৃষি, মৎস্যসম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রজন্মান্তরে নদীর গুরুত্ব অপরিসীম বিবেচনায় নিয়ে আমাদের নদী রক্ষায় সার্বিক ও সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শিতার ফলে ২০১৩ সালের ২৯ নং আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন। বর্তমানে এ কমিশন সমগ্র বাংলাদেশের নদনদীরা সমস্যা চিহ্নিত করে নদী রক্ষায় কার্যকর উদ্যোগ ও আইনানুগ ব্যবস্থা করেছে। নদী রক্ষার্থে নদীর দখল ও দূষণ প্রতিরোধসহ নাব্যতা বজায় রাখতে ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার আরও ফলপ্রসু করার ক্ষেত্রে নদীসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থার মধ্যে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি এবং বাংলাদেশের সকল স্তরের জনগণের মধ্যে মাতৃদুগ্ধসম নদীজল ও নদী রক্ষার্থে সচেতনতা সৃষ্টি জরুরি। কেননা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের একার পক্ষে নদী রক্ষা করা সম্ভব নয়। নদী বিপন্ন হলে, নদী মারা গেলে আমাদের হাজার হাজার বছরের সভ্যতার ইতিহাস বিলুপ্ত হবে; আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতি বিপন্ন হবে, রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়বে। এজন্য নদীকে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের দায়িত্ব। এ চেতনা থেকেই বলা হয়ে থাকে, 'নদী বাঁচলে দেশ বাঁচবে'। আর এ চেতনাকে রেখেই সৃষ্টি হয়েছে বিশ্ব নদী দিবস। এ চেতনা মনে প্রাণে লালন করে আমাদের সম্মিলিত প্রয়াস গ্রহণ করতে হবে এবং নদী সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও উজ্জীবনের সফল সড়ক নির্মাণ করতে হবে। ২০১৩ সালে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন বলে এ কমিশন কাজ করে যাচ্ছে।

গত এক দশকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নয়নে যে সাফল্য লাভ করেছে তার ফলে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নে 'রোল মডেল'। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হবে। সে লক্ষ্যে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন টেকসই উন্নয়নে রূপান্তরিত করতে নদী রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। আমরা নদী রক্ষার মাধ্যমে একটি অসাম্প্রদায়িক ও ক্ষুদা-দারিদ্রমুক্ত সুখি-সমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে সবাই একসঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করে যাবে-এ হোক বিশ্ব নদী দিবসে আমাদের প্রত্যয়।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সব নদী রক্ষা কার্যক্রম সাফল্য লাভ করুক। বিশ্ব নদী দিবস ২০১৮ উপলক্ষে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আয়োজিত সকল কর্মসূচি সাফল্যমণ্ডিত হোক এ কামনা করি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও জননেত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক প্রচেষ্টা ও গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে এবং এছাড়া মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপনের মাধ্যমে দেশ আরও একধাপ এগিয়ে গেল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী ও 'মাদার অব হিউম্যানিটি' শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জঙ্গি ও সন্ত্রাস প্রতিরোধ করে শান্তি, গণতন্ত্র, উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশ দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ এগিয়ে যাবেই-ইনশাআল্লাহ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শাজাহান খান, এম.পি

নদ-নদী রক্ষায় আইনের প্রয়োগ এবং উন্নয়ন বাস্তবতা

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

১. পটভূমি:

বাংলাদেশের নদ-নদীর প্রবাহ ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিকভাবেই উজানে ভারতবর্ষের নদ-নদীর অবিচ্ছেদ্য উৎসধারা। বাংলাদেশ ভারতবর্ষের গৌরবগাঁথা,সমরূপ ইতিহাস ও ঐতিহ্যেরই ধারক এবং উজানের উৎসস্থলের পানি প্রবাহের সমঅধিকার বা ন্যায্য হিস্যার দাবীদার। বিধাতার অখন্ড সৃষ্টি আমরা স্বার্থের/ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারনে করে ফেলেছি খন্ডিত/বিভাজিত। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, উত্তর ও উত্তর-মধ্যাঞ্চল, উত্তর-পূর্বাঞ্চল অববাহিকা শুষ্ক মৌসুমে ক্রমান্বয়ে নাব্যতার গভীর সংকটে নিপতিত হচ্ছে, তবে বর্ষা মৌসুমে পানির প্রবাহ গঙ্গা অববাহিকায় প্রায় ১০% ও যমুনা অববাহিকায় ৩৩% বৃদ্ধি পায়। কখনও-কখনও বন্যা/আকষ্মিক বন্যায় এদেশের, বিশেষ করে, উত্তরাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভেসে যায়, দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল নিমজ্জিত হয় জলাবদ্ধতায়, বিপন্ন করে দেয় অর্থনীতি, ক্ষতিগ্রস্থ হয় জনপথ ও সম্পদ, আমাদের সভ্যতা, অস্তিত্বের ও প্রজন্মের ধারাকে করছে বিপদগ্রস্থ। নদ-নদীর তীরভূমি দখল ও নাব্যতাহীনতার চিত্র এবং পানি ও পরিবেশ দূষণ অবস্থা একটি অসহনীয় পর্যায়ে পৌছেছে। ঢাকা ও আশেপাশের জেলাগুলির নদ-নদীর এ চিত্র সহজেই অনুমেয়, যা মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রীট পিটিশনের রায়েরই বিবৃত হয়েছে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নদী-সংবেদনশীলতা, দূরদর্শিত ও উন্নয়ন পরিচর্চা সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা -"উন্নয়নের অজুহাতে নদ-নদী, খাল-বিল, জলাধার, কোনক্রমেই দখল করা যাবে না" যা সর্বাগ্রে প্রণিধানযোগ্য, সকলের জন্য পালনীয় ও অনুসরনীয়।

সরেজমিন পরিদর্শন ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশে নাব্যতার মাত্রা ক্রমহ্রাসমান; দূষণের মাত্রা ক্রমবর্ধিষ্ণু; নৌ-চলাচলও ক্রমহ্রাসমান (শুষ্ক মৌসুমে সংকটাপন্ন)। নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর দখলের মাত্রা ক্রমাগত উর্ধগতি। অবৈধ দখল উচ্ছেদ ও উদ্ধারের হার ধীরগতি যা আইনি জটিলতায় নিপতিত। উপযুক্তরূপে স্বচ্ছতা ও সততার সংগে আইন প্রয়োগে মন্থরতা, বৈষম্য ও গড়িমসি লক্ষ্যনীয়। উদ্ধার ও উচ্ছেদ কার্যক্রমে অর্থায়ন অপ্রতুলতা; আইন মানার প্রবণতা নিম্নগামী। অবৈধ দখলের ক্ষেত্রে পেশীশক্তির ঔদ্ধত্য উচ্চমাত্রায় লক্ষ্যনীয়। ড্রেজিংয়ের মাত্রা ক্রমঅগ্রসরমান, তবে প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই কম (এক-পঞ্চমাংশ), যদিও খননকৃত মাটি ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত উদ্যোগের অনুপস্থিতি। প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সমন্বয়হীনতা ও দ্বৈততা বিদ্যমান।

০২. দেশের নদ-নদীর দখল, দূষণ ও নাব্যতাহীনতার অবস্থা এবং নদী দখল, পানি ও পরিবেশের দূষণ, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও উদ্ধারের চ্যালেঞ্জ:

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন দেশের সকল বিভাগ, বিভিন্ন জেলা ও উপজেলার নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড়-বাওড় ও জলাশয়-জলাধার সরেজমিন পরিদর্শন করে। অনুষ্ঠিত সভা ও সেমিনারে বিশেষজ্ঞসহ সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত গৃহীত হয়। ঢাকার চারিপার্শ্বস্থ বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা, বালু ও ধলেশ্বরী ও বংশী নদীর বাস্তব অবস্থা একাধিক সরেজমিন পরিদর্শনে এবং পত্র-পত্রিকার প্রকাশিত হয়েছে। গাবতলী ব্রীজ হতে ময়মনসিংহ-ঢাকা রোডের টঙ্গী ব্রীজ পর্যন্ত তুরাগ নদী ও টঙ্গী খালের অবৈধ দখল ও দূষণের ভয়াবহ অবস্থা পরিদর্শনকালে কমিশন প্রত্যক্ষ করে। সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায় যে, অবৈধভাবে নদী থেকে বালু উত্তোলন ও নদীর অনেকাংশ জায়গা জুড়ে বহুতল ভবন, বিভিন্ন স্থাপনা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। বুড়িগঙ্গার উভয় তীরে বেশ কয়েকটি সিমেন্ট কারখানা, ডকইয়ার্ড, বাগানবাড়ী অবৈধভাবে নদীর গর্ভে ও তীরভূমি দখল করে গড়ে উঠেছে; (ii) ঢাকা ও এর চর্তুপাশের জেলাগুলির নদ-নদীর উভয় তীরে অবৈধভাবে অনেক শিল্পকারখানা, ইটেরভাটা, অবৈধ স্থাপনা, বিভিন্ন হাউজিং কোম্পানীর নদীর/খালের জায়গা অবৈধভাবে দখল ও ভরাট করে বিভিন্ন প্রকার স্থাপনা ইতোপূর্বে নির্মাণ করেছে। (iii) বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য, ময়লা-আবর্জনা, ও দুর্গন্ধযুক্ত পানি নিঃসরণের ফলে নদীর পানি ও পরিবেশ মারাত্মকভাবে দূষিত হয়েছে। বিভিন্ন জাহাজের যন্ত্রাংশ যত্রতত্র ফেলে রেখে নাব্যতা/নৌ- চলাচল বাধাগ্রস্থ করা হয়েছে। ঢাকা মহানগরীর ৪৬ টি খালই অবৈধ দখলে রয়েছে (২৬ টি উদ্ধারের আওতায়), বহুতল ভবনও নির্মিত হয়েছে, বর্জ্য (কঠিন ও তরল)/ পলিথিন/ প্লাস্টিকের স্তুপ ফেলে খালগুলির প্রবাহ বন্ধ করে দিয়ে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করেছে। নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইনের প্রয়োগসহ দখল উচ্ছেদ ও দূষণ প্রতিরোধে উন্নয়ন প্রচেষ্টা চলমান থাকলেও তা সিন্ধুর জায়গায় বিন্দুর মত।

সাভার চামড়া শিল্প নগরী ও ধলেশ্বরী দখল ও দূষণ চিত্র:

(i) চামড়া শিল্প নগরীতে দীর্ঘ ১ বছরেও Chromium Recovery Unit চালু করা যায়নি। Separated Chromium Cake সরাসরি মাটির উপর স্তুপীকৃত করে রাখা হয়েছে। বৃষ্টির পানিতে এই ক্রোমিয়াম মাটি ভেদ করে ধীরে ধীরে নীচে নেমে যাচ্ছে যা একসময় ভূগর্ভস্থ পানির স্তরকে স্পর্শ করতে পারে। ক্রোমিয়াম একটি হেভিমেটাল যা ক্যান্সার রোগ ছড়ায়। যদি কোনভাবে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ক্রোমিয়াম দ্বারা দূষিত হয়, তবে গোটা এলাকা বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়বে এবং মারাত্মক পরিবেশ ও মানবিক বিপর্যয় ঘটে যাবে। (ii) চামড়া শিল্পনগরীতে স্থাপিত CETP থেকে অর্ধ-পরিশোধিত/অপরিশোধিত তরল বর্জ্য সারফেস ড্রেনের (Surface drain) মাধ্যমে সরাসরি ধলেশ্বরী নদীতে পড়ে ধলেশ্বরীর পানিকে মারাত্মকভাবে দূষিত করে চলেছে, গৃহীত প্রকল্পটি এপর্যন্ত কোনরূপ সুফল দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

৩. দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল: খুলনা বিভাগাধীন জেলাসমূহের নদ-নদীর সমস্যা, পানির দুষ্প্রাপ্যতা,দখল, দূষণ ও আন্ত:সীমান্ত নদীর প্রভাব পর্যালোচনা:

নদীর নাব্যতা সংকট ও পানির দুস্পাপ্যতা নির্ণয়ক কারণসমূহ পর্যালোচনায় ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে প্রবাহমান আন্ত:দেশীয় ৫৭ টি নদীর উজানের প্রবাহে মানবসৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা নির্দিষ্টকৃত। ভারত, নেপাল ও চীন থেকে উৎপত্তি লাভ করে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গঙ্গা নদী প্রবেশ করে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অববাহিকা এ নদীর উজান প্রবাহের দ্বারাই বিধৌত থেকেছে। অভিন্ন আন্ত:নদীর স্বাভাবিক প্রবাহকে একতরফাভাবে নিয়ন্ত্রণ না করে প্রাকৃতিক নিয়মে বইতে দেয়া এবং আন্ত: নদী সংযোগ স্থাপন ও মূল প্রবাহকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার মত মৌলিক সমস্যা দূরীভূত হওয়া দু'দেশের জনগণ ও প্রাকৃতিক নিরবিচ্ছিন্ন জলধার সংরক্ষণের স্বার্থেই আবশ্যক। ফারাক্কা বাঁধ ভারতের অভ্যন্তরে গঙ্গাঁর পানির ভিন্ন প্রবাহ তৈরী করায় গঙ্গাঁ-পদ্মা-গড়াই-মধুমতি-চিত্রা-আঠারবাকী নদী সিস্টেমে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পানি-প্রবাহ হ্রাস পেতে পেতে একটা অসহনীয় অবস্থায় পৌছে। গঙ্গাঁ চুক্তি ১৯৯৬ সালে স্বাক্ষরিত হবার ফলে, বাংলাদেশে যে প্রাপ্তি ঘটছে তা প্রয়োজনের তুলনায় মাত্র এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। যশোর-খুলনা-সাতক্ষীরার বেশ কয়েকটি উপজেলায় ভয়াবহ বিরুপ প্রতিক্রিয়ায় বিভিন্ন জায়গায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। জলবায়ু পরিবর্তন, উষ্ণতার ক্রমবৃদ্ধি, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও জোয়ারের প্রবাহ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং উচ্চমাত্রার লবনাক্ততা, পলি, বালু ও দূষিত পদার্থের মিশ্রণ 'মরার উপর খাড়ার ঘা'-হিসেবে প্রমানিত। এছাড়াও হিমবাহ বরফ ও তুষারপাত, বৃষ্টিপাতের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ভূপরিস্থ পানি ও ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরের ক্রমহ্রাসমান তা বাংলাদেশের, বিশেষ করে, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদীপথ ও পানি প্রবাহের উপর বিরূপ অবস্থা ও জলাবদ্ধতা তৈরী করেছে। যা এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক,জীববৈচিত্রসহ সামগ্রিক পরিবেশ বিনষ্ট করে চলেছে; সমাজকে করছে বিপন্ন ও দুর্দশাগ্রস্থ (স্পার্সো: জাতীয় সেমিনার প্রসিডিংস, জুন ২০১১)। এ অঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকার উপর বহুমূখী বিরূপ প্রভাব জরীপের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। ভূমিহীনতা, দারিদ্র, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অভাবগ্রস্থতা ও পেশার পরিবর্তন, স্থানান্তর, খাবার ও নিত্য প্রয়োজনীয় কার্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় পানির দুস্পাপ্যতা, খাদ্য নিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। সরকারের টি আর/কাবিখা বিতরনসহ একাধিক প্রকল্প গ্রহনের মাধ্যমে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করার প্রচেষ্টা যদিও গৃহীত হয়েছে; কিন্তু উক্তরূপ মূল সমস্যার কার্য-কারণ সম্পর্ক হিসেবে সৃষ্ট সমস্যাদি নির্মূল করা সম্ভব নয়, যতদিন না পানির দুস্পাপ্যতা ও জলাবদ্ধতার মত সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা যায়। কুষ্টিয়া-চুয়াডাঙ্গার মধ্যে গঙ্গাঁ-পদ্মা-গড়াই-যমুনা-মেঘনা-মাথাভাঙ্গা-নবগঙ্গা-চিত্রা এবং একইভাবে রাজশাহী-পাবনা-নাটোরের মধ্যে প্রবাহমান পদ্মা-বড়াল-ইছামতি এবং দিনাজপুর থেকে আগত বগুড়ার ভিতর দিয়ে প্রবাহমান করোতোয়া-বাংগালী-আত্রাই এবং বিশেষ করে চলন বিল প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে নাব্যহীন হয়ে পড়েছে।

৪. উত্তরাঞ্চলের নদ-নদী সমস্যা:

তিস্তা (ভারতের সিকিমে উৎপত্তি) উত্তরবঙ্গের প্রধান নদী প্রবাহ যা বাংলাদেশে ব্রহ্মপুত্র-যমুনায় মিলেছে। তিস্তা নদী পরিদর্শনে দেখা যে, তিস্তার পানি প্রবাহ ভারতের গজলডোবায় নির্মিত বাঁধের কারনে নীলফামারী, লালমনিরহাট ও রংপুরে শুষ্ক মৌসুমে নাব্যতাহীনতা ও নদী-শুষ্কতার দুর্বিসহ অবস্থা সৃষ্টি হয়। তিস্তার পানি বন্টন চুক্তি স্বাক্ষর না-হওয়া এবং উজানে টিপাইমুখ বাঁধসহ অন্যান্য নতুন-নতুন বাঁধ নির্মাণ প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচ্য। সমস্যা সমাধানে বার বার গৃহীত উদ্যোগ/সমঝোতা পিছলে যাচ্ছে। প্রতিবেশী বন্ধু দেশগুলোরঅনুকূল উপলব্ধি/মনোভাব সৃজনে সমঝোতা ও সম্মিলিতভাবে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য।
কমপক্ষে ১০,০০০ কিউসেক পানি শিলিগুড়ি শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে বিহারের দিকে প্রত্যাহার করা হচ্ছে। তিস্তা বন্যাপ্রবণ নদী হওয়ার কারণে বর্ষাকালে বাংলাদেশ অংশ প্রবল বন্যার কবলে পড়ছে, দু'পাড় ভেংগে যাচ্ছে, ফসল, জান-মাল ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বাংলাদেশ অংশে ব্যারেজ করে নিয়ন্ত্রিত সেচের ব্যবস্থা করা হলেও এলাকার সিংহভাগই সেচের বর্হিভূত রয়ে গেছে। ভাটিতে তিস্তা নদী শুকিয়ে নদীর চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সমাধান প্রক্রিয়ায়, তিস্তা নদীর পানির উজান প্রবাহ বৃদ্ধি, ধারণ ক্ষমতা ও বহন ক্ষমতা বৃদ্ধির বিকল্প নেই। ভাটিতে আরও একটি ব্যারেজ করার প্রস্তাব পুনর্মূল্যায়ন আবশ্যক। নদীর খনন/ড্রেজিং নিশ্চিত করলে শুষ্ক মৌসুমে পানি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করা সম্ভব। পরিকল্পিত ও সমন্বিত উপায়ে সমীক্ষার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ ফলপ্রসূ হতে পারে। একইসংগে উজানের প্রবাহ বৃদ্ধিতে চুক্তি সম্পাদনে ন্যায্যহিস্যা প্রাপ্তির চলমান সমঝোতা প্রস্তাব চুড়ান্ত করনে ও সফলতা আনায়নেঔজঙ্গ'র আশু উদ্যোগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে।

রাজশাহী: পাবনা, নাটোর ও চলনবিলে নদ-নদীর অবস্থা:

সভা, সেমিনার ও সরেজমিন পরিদর্শনে ইছামতি ও বড়ালের বর্তমান অবস্থা প্রত্যক্ষ করা হয়। বড়াল নদীর স্লুইসগেট, কালভার্ট উচ্ছেদ/দীর্ঘ রাস্তা অপসারনের মাধ্যমে উদ্ধার করা/নাব্যতা অনেকাংশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ইছামতি নদীর তীরভূমি সিএস অনুসারে হালনাগাদ ও চিহ্নিত করে সীমানায় স্থায়ী পিলার স্থাপন/অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অত্যাবশ্যক। এক্ষেত্রে সময়াবদ্ধ উচ্ছেদ অভিযান ও খনন প্রকল্প হাতে নেয়ার সিদ্ধান্ত আছে। হাইড্রোমরফোলজিক্যাল সমীক্ষা চালু রয়েছে।

বড়াল উদ্ধারে বর্তমান চ্যালেঞ্জ:

বড়ালকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করতে হলে ভূমি দস্যুদের দ্বারা বেদখলকৃত আটঘড়ি থেকে বনপাড়া পর্যন্ত ১৮ কিমি.উদ্ধার এবং চারঘাট স্লুইজ গেট ও আটঘড়ি স্লুইসগেট অপসারন আবশ্যক। দীর্ঘ নদীতে শিল্প কারখানা, পৌরসভা, মেডিক্যাল, হোটেলসহ সকল ধরনের বর্জ দূষণ প্রতিরোধ করা জরুরী।ঐ অঞ্চলে পানি প্রবাহের সুবিধার্থে নদীর সাথে সংযোগ খাল,বেদখলকৃত মৃত-প্রায় নন্দকুজা নদী,শহরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত নারোদ নদীটি খনন করে পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ, কৃষিকাজের সুবিধার্থে পানি রি-চার্জের সুবিধা সৃজন জরুরি। চলনবিল রক্ষার্থে ও উন্নয়নার্থে এ বিলের নদী ও খালগুলিকে ড্রেজিংয়ের আওতায় নিয়ে আসা; বড়াল নদীপথ উদ্ধারের ন্যায় চলনবিলে নির্মিত অপরিকল্পিত স্লুইস গেইট, রেগুলেটর, অপরিকল্পিত সেতু ও কালভার্ট অপসারণ এবং পূর্ণপ্রস্থ সেতু নির্মাণ আবশ্যক। প্রকৃত মৎস্যজীবিদের উন্নয়নে বাস্তবভিত্তিক নীতিমালা ও পরিকল্পনা,ভূগর্ভস্থ পানির অতিব্যবহার কিংবা স্যালো মেশিন স্থাপন বন্ধ করার দাবী রয়েছে।

৫. উত্তর-পূর্বাঞ্চলের (হাওর অঞ্চল) সমস্যা ও সমাধান প্রক্রিয়া:

সিলেট বিভাগ: সিলেট বিভাগ ও আশ-পাশের জেলাসমূহ : (সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার এবং নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া):
উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্যা: জাতীয় নদী কমিশন সরেজমিন পরিদর্শন ও সেমিনার প্রতিবেদন থেকে প্রমাণ মেলে যে, সিলেট জেলার জৈন্তাপুরের সারী নদী, জাফলং-এর ডাউকী ও পিয়াইন নদী দখল ও দূষণে জর্জরিত/নিপতিত। রাষ্ট্রীয়/জাতীয় সম্পদের অনিষ্ট সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করেছে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন। প্রতিবেদনে উঠে এসেছে ভয়াবহ চিত্র। কমিশন পর্যবেক্ষণপূর্বক সুনির্দিষ্ট পরামর্শ/সুপারিশও রেখেছে সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলিতে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নদ-নদী ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, সিকিম, মনিপুর, আসাম, ত্রিপুরা,ভূটানের পাহাড়-পর্বত ও হিমবাহ্‌ থেকে উৎপত্তি হয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সোমেশ্বরী-সুরমা-কুশিয়ারা- খোয়াই ইত্যাদি হাওর, নদী নালা, খাল-বিলের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ৭ টি জেলা যথা- নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মধ্যে দিয়ে মেঘনা হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে।এসব নদীগুলির প্রবাহ অধিক বালু, পাথর ও পলির ভারে ভরাট হয়ে নাব্যতা হারিয়েছে। ফলে অগ্রিম ও আকষ্মিক বন্যায় ভেসে যাচ্ছে, অথচ শুষ্ক মৌসুমে পানি না-থাকার কারনে কৃষি, মৎস্য, অর্থনীতি, জনজীবন, জীববৈচিত্র্য বিপন্ন হয়ে পড়ছে।

[অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৫ আশ্বিন ১৪২৫
৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের উদ্যোগে ৩০-এ সেপ্টেম্বর 'বিশ্ব নদী দিবস ২০১৮' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। বাংলাদেশের মোট আয়তনের এক-তৃতীয়াংশ পানি সম্পদ। নদীমাতৃক বাংলাদেশের কৃষি ও গ্রামীন অর্থনীতি নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাওর ও অন্যান্য জলাশয়ের উপর নির্ভরশী-ল। দেশের অভ্যন্তরে ৪০৫টি নদ-নদী ও ৫৭টি আন্তঃদেশীয় সংযোগ নদী রয়েছে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনসহ প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন কারণে আমাদের নদ-নদী ও জলাশয় ক্রমশ দূষণের কবলে নিপতিত হচ্ছে। নাব্যতাহীনতা এবং নদী-সম্পদের অপব্যবহারের কারণে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নদী বাংলাদেশের মানচিত্র থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে। এজন্য বর্তমানে আমাদের নদ-নদী ও জলাশয় রক্ষা করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পানির অসীম গুরুত্ব বিবেচনা করে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে 'বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড' নামে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা সৃষ্টি করেন এবং নদ-নদী সুরক্ষায় নদী ড্রেজিংয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে ১১টি ড্রেজার ক্রয়ের নির্দেশ দেন। তিনি 'জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন' গঠন করেন। জাতির পিতা আন্তঃসীমান্ত পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে 'যৌথ নদী কমিশন-জেআর-সি' গঠন করেন।

আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৬ সালে গঙ্গা নদীর পানি বন্টন চুক্তির মাধ্যমে ৩০ বছরের জন্য গঙ্গার পানির ন্যায্য অধিকার আদায় করেছে। পানিসম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীসমূহের অববাহিকাভিত্তিক দেশসমূহের মধ্যে প্রকল্প প্রণয়ন ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। আমরা 'Bangladesh Delta Plan-2100' শীর্ষক একটি শতবর্ষী ও সামগ্রিক কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি। নদীর অবৈধ দখল, দূষণ, পরিবেশ দূষণ, অবৈধ কাঠামো নির্মাণ ও অনিয়ম রোধকল্পে এবং নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ পুনরুদ্ধার, নদীর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং নৌ-পরিবহনযোগ্য গড়ে তোলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন-২০১৩' প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সময়োপযোগী ও উন্নত প্রযুক্তি-নির্ভর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে দেশের সকল নদ-নদী, খাল-বিল, জলাশয় ও জলাধার দখল ও দূষণ থেকে মুক্ত করে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে অবদান রাখবে বলে আমি মনে করি।

আমি আশা করি, দিবসটি পালনের মাধ্যমে নদী রক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। নদী-সম্পদ, নদীর অবকাঠামো, পানি ও পরিবেশ সুরক্ষায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য আমি সর্বস্তরের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি 'বিশ্ব নদী দিবস ২০১৮' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

মোঃ আবদুস সামাদ
সচিব
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় সেপ্টেম্বর মাসের চতুর্থ রবিবারে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশ্ব নদী দিবস পালিত হচ্ছে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের উদ্যোগে বিশ্ব নদী দিবস পালনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের নদ-নদীর অবৈধ দখল, দূষণ, অবৈধ কাঠামো নির্মাণ ও নানাবিধ অনিয়ম রোধকল্পে এবং নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ পুনরুদ্ধার করা, নৌপরিবহনযোগ্য হিসেবে গড়ে তুলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। এছাড়া বাংলাদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য নদীর অবদান অনস্বীকার্য।

পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশ। অসংখ্য নদ-নদীর পলি দ্বারা বাংলাদেশের সৃষ্টি। শতবছরে বিকশিত বিভিন্ন বৈচিত্র্যে এবং বড় অর্জনের পটভূমিতে নদ-নদীর অবদান গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের নদ-নদী প্রতিনিয়ত দখল, দূষণের শিকার হচ্ছে।

বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় রূপায়িত করার জন্য নদী রক্ষার জন্য বর্তমান সরকারের নানাবিধ কার্যক্রম চলছে। তারপরও নদীর সুষ্ঠু রক্ষা হচ্ছে না কারণ দেশের নদ-নদীর শুত্রু সর্বত্রই-সর্বদাই। এককভাবে সরকার, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নদীর রক্ষা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সকল স্তরের মানুষ, সংগঠন, সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে। সকলের অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজন আত্ম-সচেতনতা ও সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের এষণা।

নদ-নদী রক্ষার জন্য আপামর মানুষের চেতনা, সাংবিধানিত দায়িত্ববোধ, নদী প্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিশ্ব নদী দিবস একটি মহত্তম উপলক্ষ। এ দিবসটি পালনের জন্য জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার ও ক্রোড়পত্র প্রকাশ সকলই সরকারি ও বেসরকারি নদী সংশ্লিষ্ট কাজকর্মের মধ্যে অধিক সমন্বয় সাধনে সহায়ক হবে বলে আমার প্রত্যয়। আমি দেশের সকল নাগরিক, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানকে নদী রক্ষায় সহায়তার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

আমি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক বিশ্ব নদী দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ আবদুস সামাদ
সচিব

নদীই বাংলাদেশের ঠিকানা

বাঁচাও নদী
বাঁচাও মানুষ
বাঁচাও দেশ

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
www.nrccb.gov.bd